প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি

একটি জাতি প্রথমত যে জিনিসটা সরকারের কাছে চায় তা হলো নিরাপত্তা। তারপর তারা দাবি করে কল্যাণ। পরিশেষে চায় উন্নতি উন্নয়ন ও মুক্তি। প্রশ্ন হলো, সরকার আমাদের কী দিয়েছে? বোমা-বারুদের গন্ধ ও আতঙ্ক। নিরাপত্তা যেখানে নেই, সেখানে কল্যাণ হবে কী করে? আর উন্নতি ও উন্নয়নের কথা- যেটা দুর্নীতিতে পঞ্চমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন জাতি জানে সেটা। রাজপথে নেমে যে যার মতো গলাবাজি করছে। আমরা গলাবাজি চাই না। চাই অর্থপূর্ণ কথা। যেটা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হবে। সাধারণ মানুষেরা আজ অতিষ্ঠ। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেছে। এই মানুষেরা যদি দাবি আদায়ের প্রশ্নে একতাবদ্ধ হয়, তারা যদি ফুঁসে ওঠে? তখন তাদের সামাল দেবে কে? আমরা গণবিদ্রোহ চাই না। নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও মুক্তি চাই। জাতি হিসেবে এই চারটি শব্দসমষ্টিই যদি না পাই তবে বেঁচে থাকার অর্থ কি?

আয়শা, তাপসী রাবেয়া হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী

অর্থ মুদ্রা সমাচার

বারবার টাকার অবমূল্যায়ন, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, দাতাদের চাপ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, জ্বালানি তেল ও সারের দাম বৃদ্ধি- সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি কঠিন এক চাপের মধ্যে আছে।

এদিকে বিনিময় হার সংকট তুলনামূলক খুব বেশি। অথচ বিগত সরকারের সময়েও এ নিয়ে গলা ফাটিয়ে বার বার আলোচনা করেছেন আমাদের বর্তমান মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাহেব। আর এখন প্রতিদিনই বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মান কমে যাচ্ছে, ঘটছে অবমূল্যায়ন। এসব কিছুর বিবেচনায় দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা খুব ভয়াবহ। এর চেয়েও করুণ হবে আগামী নির্বাচনের ফলাফলের পর। যদি এ রকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করা না যায়, আর এর মধ্যে নতুন সরকার (বর্তমান বা সাবেক) ক্ষমতায় আসে, তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা আরো করুণ হতে বাধ্য। তাই দলমত ভুলে, জনগণ ও দেশের কথা ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
পশ্চিম চৌকিদেখী, সিলেট

ওরা ধরা পড়ে না কেন

এ দেশে যখন বাংলা ভাইয়ের আবির্ভাব হলো, তার অত্যাচারে মানুষ মরলো। সোচ্চার হলো মিডিয়া। সরকারকে বার বার সাবধান করলো সচেতন, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতারা। আমল দিল না সরকার, উল্টো দোষারোপ করে বলল, বাংলা ভাই বলতে কেউ নেই- এ হলো মিডিয়ার তৈরি। বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে খবর ছাপা হলো, প্রধানমন্ত্রী বললেন, বিরোধী দল বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এসব করছে। বাংলা ভাইকে ধরা হলো না, রাজশাহীতে জঙ্গিরা মিছিল করলো অথচ সরকারের পুলিশ, র‌্যাব, চিতা, কোবরা তাকে খুঁজে পেল না। কোথাও কোথাও জেএমবি কর্মী ধরা পড়লো কিন্তু কোন এক অজানা কারণে তারা ছাড়া পেয়ে গেল। এরপর একযোগে সারা দেশে বোমা হামলা হলো। কেঁপে উঠলো পুরো বাংলাদেশ! সার্ক শেষে আবার শুরু হলো বোমা হামলা, দুই জজ মারা পড়লো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী হেলিকপ্টারে করে উড়ে গেলেন- দেখলেন, ফিরে এলেন- সাংবাদিকদের নিয়ে করলেন সম্মেলন। নিরাপত্তা বাহিনীকে জোরদার করলেন। মান্নান ভুঁইয়া বললেন, আগামী দুই মাসের মধ্যে 'বোমা কাহিনী' শেষ হবে। কিন্তু তার আগেই শুরু হলো আবার। চট্টগ্রাম এবং গাজীপুরে আবার আত্মঘাতী বোমা হামলা হলো। মারা পড়লো ৮ জন, আহত ৬০ জন। মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে গাজীপুরে আবারও হামলা হলো এবং তারপর সিলেটে গ্রেনেড হামলা। বিশেষজ্ঞরা বললেন, এই গ্রেনেড সেই ১৭ আগস্টের গ্রেনেডের মতো। সরকার এখন সবার সঙ্গে সংলাপে বসার কথা বলছেন। সংলাপে বসার আগে খালেদা-নিজামী সরকারের কাছে জনগণের প্রশ্ন- অপারেশন ক্লিনহার্ট থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যত লোক ধরা পড়েছে এবং র‌্যাবের ক্রসফায়ারে যত লোক মারা পড়েছে তার মধ্যে একজনও কি জেএমবি, জামায়াত-শিবিরের কর্মী আছে? এ যাবৎ যত বোমাবাজ ধরা পড়েছে তার মধ্যে কজনের বিচার হয়েছে? এদের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট দেয়া হয়েছে তাতে কী রিপোর্ট দেয়া হয়েছে এবং বাংলা ভাইয়ের ক্যাডার খামারুকে ধরার পরও কেন ছেড়ে দেয়া হয়েছে? এসব প্রশ্নের জবাব কি খালেদা-নিজামী সরকার দিতে পারবেন?

সরফরাজ খান, পশ্চিম পান্থ পথ, ধানমন্ডি, ঢাকা

বোমাবাজি ? ভয় নেই !! আছি আমরা ...

- হাই ইমন, ক্লোজ আপ ওয়ান দেখছস ? ফেন্সি জমাইছে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।
- মনে তো হচ্ছে তুইও জইম্যা গেছস।
- সার্থক অনুষ্ঠান। আসলে ওদেরকেই খুঁজতাছে বাংলাদেশ। বোমাবাজির মধ্যে একটু স্বস্তি এই গান।
- বোমাবাজিই তো ডুবাইল। বোমাবাজির কারণে হরতাল হইতাছে। বোমা-হুমকি ও হরতালে আমাদের এডমিশন টেস্ট পিছাইতাছে। কোন ইউনিভার্সিটি যে কখন পরীক্ষা পিছাইব তা অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তায় আমার স্বস্তি নেই। ফাঁপড়ে আছি।
- আমার দুশ্চিন্তা দূর করছে ভার্সিটি এডমিশন ডট কম। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আপ-টু-ডেট তথ্য আমি এখান থেকেই পাই। তুইও ব্রাউজ করে দেখ, টেনশন থাকব না।

www.VarsityAdmission.COM